দৈনিক
ইনকিলাব

8 JUL 2012

বেফাকের অন্তর্ভুক্ত ৮০ ভাগ মাদরাসাই কওমি সনদের স্বীকৃতির পক্ষে

—খুলনা বিভাগীয় কওমি সম্মেলনে বক্তাগণ

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা দারুল উলুম মাদরাসায় খুলনা বিভাগীয় এক কওমি সম্মেলন গতকাল মাদরাসার মুহতামিম আল্লামা মোশতাক আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন দিনব্যাপী কওমি সনদের সরকারী স্বীকৃতি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা বিভাগের বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুরের ঢাকা বেফাকভুক্ত বিভিন্ন মাদরাসার দুই শতাধিক মুহতামিমগণ অংশ নেন।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন—কওমি মাদরাসার সর্ববৃহৎ বোর্ড বেফাক। আর বেফাকের শতকরা ৮০ ভাগ মাদরাসাই স্বীকৃতির পক্ষে। দু'চারজন যারা বিরোধিতা করে তারা না বুঝে অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিরোধিতা করে। তাদের কথায় কান না দিয়ে বেফাকের ছদর আল্লামা আহমদ শফীর নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের মাধ্যমেই দ্রুত স্বীকৃতি বাস্তবায়ন করতে হবে। কোনরূপ তালবাহানা বরদাশত করা হবে না। বক্তারা বলেন— অযৌক্তিক ব্যক্তি স্বার্থের রাজনৈতিক কোন দাবীর ছুতা দিয়ে স্বীকৃতি নস্যাৎ করা হলে তার জন্য বেফাককে চরম মূল্য দিতে হবে। তাই কালক্ষেপণ না করে অনতিবিলম্বে স্বীকৃতির পক্ষে কাজ করার জন্য বেফাকের নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। সম্মেলনে স্বীকৃতি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিয়াজোঁ রক্ষার জন্য আল্লামা মোশতাক আহমদকে আহ্বায়ক, মুফতী আবুল কাসেম, মাওলানা আমানুল্লাহ, মাওলানা নাসির উদ্দিন কাসেমী, মাওলানা মাহবুবুর রহমানকে যুগ্ম আহ্বায়ক, মাওলানা ইমদাদুল্লাহ কাসেমীকে সদস্য সচিব, মাওলানা আব্দুল আউয়াল ও মাওলানা ওলিউজ্জামানকে সহকারী সদস্য সচিব এবং মাওলানা দ্বীন ইসলামকে অর্থ সচিব করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট 'কওমি সনদ স্বীকৃতি বাস্তবায়ন কমিটি' গঠিত হয়। গঠিত লিয়াজোঁ কমিটি কমিশন ও বেফাকের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের জন্য কাজ করবে।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহমান (সাজিয়ারা মাদরাসা) মাওলানা জয়নুল আবেদীন (যশোর নওয়াপাড়া মাদরাসা), মাওলানা তালহা (বাগেরহাট সরুই মাদরাসা), মাওলানা আব্দুর রহমান (সেনহাটি জাকারিয়া মাদরাসা), মাওলানা মোহসীন (দারুল মোকাররম মাদরাসা), মুফতি গোলামুর রহমান (ফুলবাড়ী গেট মাদরাসা), মাওলানা আব্দুল্লাহ (লোহারগেট খাদেমুল ইসলাম মাদরাসা), মাওলানা জিহাদুল ইসলাম (উলআয়ে হাসান মাদরাসা), মাওলানা মুফিদুল ইসলাম (ভেরখাদা মাদরাসা), মাওলানা ফেরদৌস (পানিগাতি মাদরাসা), মাওলানা আব্দুর রহমান (ইটাগাছিয়া মাদরাসা), মাওলানা মনসুরুল হক (খানজাহান আলী মাদরাসা), মাওলানা আব্দুর রকিব (নুরানী মাদরাসা), মাওলানা আবু বকর (বাগেরহাট জামিআতুস সাহাবাহ মাদরাসা), মাওলানা মোমতাজুল করিম (খাদিজাতুল কোবরা মহিলা মাদরাসা), মাওলানা মুফিজুল্লাহ ফয়েজী (জামিয়া ভাইয়েবা মহিলা মাদরাসা), মুফতি জসিমুদ্দিন (আসমা সরওয়ার মহিলা মাদরাসা), মুফতি হাবিবুল্লাহ (ফুলবাড়ী গেট মহিলা মাদরাসা), মুফতি জাহিদুল ইসলাম (ফুলবাড়ি গেট মাদরাসা) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।